গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
(দুব্যক-১ অধিশাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয়ঃ 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস' উদ্‌যাপন বিষয়ক আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী

সভার তারিখ	:	০৬-০১-২০১৬
সভার সময়	:	সকাল ১১.০০ টা
সভার স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং ১০৪, ভবন নং-৪, বাংলাদেশ সচিবালয়)
সভাপতি	:	**জনাব মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, বীর বিক্রম, এম.পি** মাননীয় মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

২। সভার উপস্থিতি পরিশিষ্ট-ক

৩। সভার শুরুতে সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে উপস্থিত সকলকে নিজ নিজ পরিচয় প্রদানের অনুরোধ করেন। সভাপতি গত ০৪/০১/২০১৬ তারিখে সংঘটিত ভূমিকম্পের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন "মহান সৃষ্টি কর্তার কৃপায় আমাদের দেশে জানমালের বড় ধরণের ক্ষয়ক্ষতি সংঘটিত না হলেও এ বিষয়ে আমাদের আরো ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন। তিনি জানান ৬.৬ মাত্রার এ ভূমিকম্পের ফলে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ০৩ জন হৃদরোগে আকান্ত হয়ে মারা গেছেন। তবে রাস্তাঘাট, অবকাঠামো, দালান কোঠার তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ পাওয়া যায়নি। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় বাংলাদেশ বহির্বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হলেও ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশে এখনো অনেক কিছু করার সুযোগ রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে দিবস উদ্‌যাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

৪। সভাপতির অনুমতিক্রমে সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বলেন যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তবে ব্যাপক পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ এবং জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বহুলাংশে হ্রাস করা সম্ভব। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি, ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং আসন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোর যৌথ উদ্যোগে ১৯৯৭ সাল হতে প্রতি বছর মার্চ মাসের শেষ বৃহস্পতিবার 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস' পালিত হয়ে আসছে। আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পর্যায়ের দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে পূর্ব হতে সতর্ক করার ফলে অতীতের তুলনায় ঘূর্ণিঝড়সহ বিভিন্ন দুর্যোগে মানুষের প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

৫। তিনি সভাকে আরো জানান যে, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তক্রমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৭ নভেম্বর ২০১২ তারিখের ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.২০১২.৩৮১ নং স্মারকে জারিকৃত 'জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন/পালন' পরিপত্রে 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবসটি'-কে 'গ' শ্রেণিভূক্ত করে প্রতি বছর মার্চ মাসের শেষ বৃহস্পতিবার সারাদেশে

দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গত বছর মার্চ মাসের শেষ বৃহস্পতিবার দিবসটি মহান স্বাধীনতা দিবসের (৩১ মার্চের) সাথে অভারল্যাপিং হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সম্প্রতিকালে মার্চ মাস ও নিকটবর্তী সময়ে কালবৈশাখী, টর্ণেডো, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি দুর্যোগের ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিশেষ সম্মতিতে গত বছর ৩১ মার্চ 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস' উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসটি পালনের জন্য একটি "তারিখ' নির্দিষ্ট করে আন্তমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মতামত গ্রহণপূর্বক স্বয়ংসম্পূর্ণ সার-সংক্ষেপ প্রেরণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুশাসন রয়েছে। উক্ত অনুশাসন অনুযায়ী ১০ মার্চ 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস' উদ্‌যাপনের লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মতামত চাওয়া হয়। ২১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে ইতোমধ্য অনুকুল মতামত পাওয়া গিয়েছে। এখনও যেসব মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে মতামত পাওয়া যায়নি সচিব মহোদয় ঐ সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগের প্রতিনিধিদেরকে বিষয়টির ওপর মতামত প্রদানের আহবান জানান।

৬। সচিব মহোদয়ের আহবানে সাড়া দিয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় আগামীকালের মধ্যে মতমত প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এছাড়া সভায় উপস্থিত অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/সংস্থার প্রতিনিধিগণ প্রতি বছর ১০ মার্চ 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস' পালনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন।

৭। সভায় সচিব মহোদয় 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০১৬' উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে দিবসের একটি 'প্রতিপাদ্য' আহবান করেন। উক্ত দিবস উপলক্ষে ওসমানি স্মৃতি মিলনায়তনে (সম্ভাব্য) অনুষ্ঠেয় উদ্বোধনী ও আলোচনা সভা, প্রবন্ধ উপস্থাপন, প্রদর্শনীর আয়োজন, ক্রোড়পত্র প্রকাশ, পোষ্টার ও লিফলেট বিতরণ, রেডিও ও টেলিভিশনে আলোচনা অনুষ্ঠান, স্মরণিকায় লেখা প্রকাশ, সেমিনার গোলটেবিল আলোচনা, ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড সচেতনতা মহড়া, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কর্মসূচিতে সকল মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণের আহবান জানান।

৮। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন যে, ভূমিকম্প মোকাবেলার জন্য তৈরি কন্টিনজেন্সি প্লানকে আরো কার্যকর করতে এ বিষয়ের ওপর ব্যাপক আলোচনা করা দরকার, ভূমিকম্প হলে কোন সংস্থার কী দায়িত্ব তা সুনির্দিষ্ট করা, রিসোর্সের মজুদ গড়ে তোলা, ভলান্টিয়ারদের ওয়ার্ড কমিশনার ও ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের সাথে সংযুক্তি রাখা, কমান্ড কমিউনিশেন সুনির্দিষ্ট করা, জনসচেতনতা গড়ে তোলা, ফিল্ড হাসপাতাল তৈরি ও রক্তের ব্যবস্থা রাখা ইত্যাদি কার্যক্রম সুনিদিষ্ট করা দরকার।

৯। সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধি জানান, ভূমিকম্প মোকাবেলায় ব্যবহৃত হতে পারে এমন লজিষ্টিকস (যেমন- তাঁবু) পুরান ঢাকায় পাওয়া যায়। ভূমিকম্প হলে পুরান ঢাকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বেশী। ফলে এগুলো প্রাপ্তিতে সমস্যা হবে। তাই নতুন ঢাকাতে ভূমিকম্প মোকাবেলায় লজিষ্টিকস এর বাজার সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। সচিব মহোদয় ঢাকা

শহরের ঝুঁকিপূর্ণ পুরাতন ভবনগুলো চিহ্নিত করে Retrofitting /Demolish করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মহাপরিচালক, ডিডিএম বলেন যে, সিটি কর্পোরেশন এবং পৌর এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম বাড়ানো দরকার। Debris Management Plan, Incident Management Guidelines, Deadbody Management Guidelines কার্যকর করা দরকার। আসন্ন 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০১৬ উদ্‌যাপনের পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

৮। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তগুলো গৃহীত হয়:

১. প্রতি বছর ১০ মার্চ 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস'টি উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে উক্ত তারিখটি (প্রতি বছর ১০ মার্চ) 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস' হিসাবে সুনির্দিষ্ট করার জন্য সুপারিশসহ প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় উপস্থাপনের জন্য 'সার-সংক্ষেপ' মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২. আগামীকালের (৭ জানুয়ারি, ২০১৬) মধ্যে অবশিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়কে দিবসটির বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। আগামী কালের মধ্যে মতামত পাওয়া না গেলে ১০ মার্চ জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উদ্‌যাপনে ঐ সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কোন আপত্তি নেই বলে বিবেচিত হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩. আগামীকালের মধ্যে যুগ্ম-সচিব (দুব্যক) জনাব মোঃ কামরুল হাসান এর মোবাইল ফোন/ই-মেইলযোগে (০১৭১১৭০৩৫৬৫, dsquamrul7523@gmail.com) 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০১৬' উপলক্ষে প্রতিপাদ্যে/শ্লোগান প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব সাজ্জাদ কবির, জনাব সত্যব্রত সাহা এবং জনাব জাকির হোসেন আকন্দ-এর সমন্বয়ে গঠিত কমিটি প্রতিপাদ্য বাছাই করে সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিকট পেশ করবেন।

৪. যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করে ঐ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কে এ বছরের 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০১৬' উদ্‌যাপনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও Climate Change Adaptation সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে 'ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে'র প্রদর্শনীতেও অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়।

৫. ভূমিকম্প মোকাবেলা কার্যক্রমে কোন্ মন্ত্রণলায়/বিভাগ কী ভূমিকা রাখতে পারে তার বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা আগামী ৩১ জানুয়ারি, ২০১৬ এর মধ্যে সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৬. গত 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০১৫' উদ্‌যাপনের জন্য গঠিত কমিটিসমূহ এ বছরের [illegible] দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০১৬' উদ্‌যাপনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। তবে যে সকল কর্মকর্তা ইতঃমধ্যে বদলী হয়েছেন তাঁদের পরিবর্তে আগত কর্মকর্তাগণকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৭. এ বছর 'ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে' 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০১৬' এর উদ্বোধনী আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনটি বিনা ভাড়ায় বরাদ্দ প্রদানের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হলো।

৯। অন্য কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, বীর বিক্রম, এম.পি)
মন্ত্রী

নং-৫১.০০.০০০০.৩২১.৩৮.০০১.১৫.১০

তারিখঃ ১০ জানুয়ারি ২০১৬
২৭ পৌষ ১৪২২

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শের ই বাংলা নগর, ঢাকা।
৮. সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. সচিব, আইন ও বিচার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. সচিব, সংসদ ও লেজিসলেটিভ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. সচিব, প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, নবাব আব্দুল গণি সড়ক, ঢাকা।
১৭. সচিব, সড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮. সচিব, সেতু বিভাগ, সেতু ভবন, মহাখালী, ঢাকা।

অপর পাতা

১৯. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০. সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১. সচিব, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সচিবালয় রিং রোড, ঢাকা।
২২. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩. সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের ই বাংলা নগর, ঢাকা।
২৪. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৫. সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৬. সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৭. সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৮. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৯. সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩০. সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, গণভবন কমপ্লেক্স, শের ই বাংলা নগর, ঢাকা।
৩১. সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩২. সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৩. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৩৪. সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৫. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৬. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা।
৩৭. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ত্রাণ/দুব্য/দুব্যক), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
৩৮. যুগ্ম-সচিব .....(সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
৩৯. মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা।
৪০. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।
৪১. মহাপরিচালক, অপারেশন্স ও পরিকল্পনা অধিদপ্তর, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
৪২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
৪৩. সচিবের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
৪৪. সিস্টেম এনালিস্ট, দুব্যত্রাম। কার্যবিবরণীটি স্ক্যান করে সংশ্লিষ্টদের অনুকূলে ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণের অনুরোধ করা হলো।

(জি, এম আব্দুল কাদের)
উপসচিব (দুব্যক-১)
ফোনঃ ৯৫৪০১৩৪